আজকের কাগজ

তারিখ 11 FEB 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ডিগ্রী পরীক্ষা

শিক্ষকদের দাবি এপ্রিলের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে : শিক্ষামন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের ব্যাপক অংশের পরীক্ষা বর্জন সত্ত্বেও গতকাল ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তবে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের একটি অংশ পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার গত সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এপ্রিলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে। তিনি ধর্মঘটী শিক্ষকদেরকে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা গ্রহণ এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথে এগুনোর আহবান জানান।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যথাক্রমে ১শ' ৩২ ও ৭০টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ১৭ হাজার ৬শ' ৮০।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের পরীক্ষা বর্জনের কারণে বেসরকারি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকারি কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কলেজ ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট কলেজে পরীক্ষা পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন। ধর্মঘটী শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পরীক্ষা না করলে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের দিয়েই তা সমাধা করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে মোট কতজন সরকারি কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োজিত করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী তা জানাতে পারেননি। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসককে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে ধর্মঘটী শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণ না করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বরিশালের বি এম কলেজ, খুলনার বি এল কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ও সিটি কলেজ কেন্দ্রে বেসরকারি শিক্ষকদের সকলেই পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

এদিকে দেশব্যাপী পরিবহন ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। তবে তা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ধর্মঘটের কারণে পরীক্ষার্থীরা আগে থেকেই কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিয়েছে। তাছাড়া রিকশা, ট্যাক্সিও চলছে। মোট কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তা অবশ্য জানা যায়নি।

পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে সমঝোতার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো কি-না জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত পরশু শিক্ষকদের সাথে তার দু'দফা বৈঠক হয়। প্রথম দফায় বেসরকারি শিক্ষকদের ৭টি সংগঠন ও দ্বিতীয় দফায় ৩টি সংগঠন অংশ নেয়। প্রথম অংশটি পরীক্ষা গ্রহণে সম্মত হয় এবং পাশাপাশি আন্দোলন চলবে বলে জানায়। দ্বিতীয় অংশ অন্তত অর্থনৈতিক বিষয়টির নিষ্পত্তি ছাড়া পরীক্ষা গ্রহণে সম্মত হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষকদের বেতনের দাবি মানতে হলে ১শ' ২২ থেকে সোয়া কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। অর্থমন্ত্রী সময় দিতে পারলে ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষকদের কিছু দাবিকে ন্যায্য বলে উল্লেখ করেন এবং বাকিগুলো পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করা হবে বলে জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে পদোন্নতির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ১৪শ' শিক্ষককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। দু'মাসের মধ্যে আরো ৬শ' শিক্ষকের পদোন্নতি দেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষকদের জন্যে সরকার ৩শ' ৫৮ কোটি ৭৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষকদেরকে সরকার বেতন স্কেলের ৭০ ভাগ বেতন হিসেবে এবং ২০ ভাগ ভাতা হিসেবে প্রদান করছেন। এই অর্থ যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।